দ্বিতীয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় নতুন নতুন শিশু তারকার আবির্ভাব

২৭শে জানুয়ারী কমপিউটার জগৎ আয়োজিত দ্বিতীয় কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় আরও নতুন নতুন কমপিউটার শিশু তারকার আবির্ভাব ঘটেছে। জাতীয় সংবাদপত্রসমূহ এবার কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক কমপিউটার চর্চায় অভিনিবেশ বৃদ্ধি এবং জনজীবন থেকে প্রোগ্রামার সৃষ্টির এক প্রতিশ্রুতিশীল আন্দোলন হিসাবে লক্ষ্য করেছে।

ঢাকায় কমপিউটার কাউন্সিল ভবনে লিখিত প্রশ্নের পরীক্ষা, কমপিউটারে স্তর নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম তৈরীর দক্ষতা যাচাই-এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে চারটি গ্রুপে প্রোগ্রাম প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। কমপিউটার কাউন্সিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের খ্যাতিমান ও যোগ্য কমপিউটারবিদ এবং প্রোগ্রাম বিশেষজ্ঞগণ এই প্রতিযোগিতা বিচারক ও পরীক্ষকের দায়িত্বপালন করেন। খুবই ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত প্রযুক্তি দক্ষতা, মেধা ও মননশক্তি যাচাই-এর এই পরীক্ষায় রাজধানী ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম থেকেও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসে। মুন্সীগঞ্জের মত নগরবহির্ভূত মফস্বলশহর থেকে এসেছিল প্রতিযোগী। শিশু ও অপেক্ষাকৃত কমবয়সীদের গ্রুপে অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক।

তাদের অনেকের দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা ছিল অবাক করার মত। দেশজোড়া খ্যাতির অধিকারী ৯৩-র প্রতিযোগিতার শিশু কমপিউটার তারকা মিশো ছাড়াও স্বচ্ছ, উচ্ছ্বাস, প্রশ্নের অংশগ্রহণ এ প্রতিযোগিতাকে খুবই প্রাণবন্ত করে তোলে। খুব সাধারণ স্কুলের কেজির প্রথম ক্লাশে পড়া ৬ বছরের ছোট্ট রুমানের আত্মপ্রকাশ এ প্রতিযোগিতায় সবাইকে চমৎকৃত করে।

সকাল ৯টায় ১ম থেকে পঞ্চম মানের শিশুদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দিনব্যাপী প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা শুরু হয়। উদ্বোধনকালে বহু অভিভাবক, কমপিউটারবিদ ও তরুণ কমপিউটার প্রতিভা ছাড়াও পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

এবার কমপিউটার প্রতিযোগিতায় যে ৩০ জন অংশ নেয়, তাদের প্রত্যেকেই 'সিরিয়াস'। দক্ষতা, যোগ্যতায় আত্মস্থ হয়েই এরা এসেছিল দেশজোড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। কারণ, এটাই বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবার আরও ব্যাপক হতো। কিন্তু দুটো ঘটনায় প্রতিযোগিতায় অনেকে অংশ নিতে পারেনি। এর একটি ছিল, সিটি নির্বাচনের প্রাক্কালে উদ্ভূত আবহাওয়া। কিন্তু দ্বিতীয়টি আরও গুরুতর।

ঠিক প্রতিযোগিতার আগের দিন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় তাদের কমপিউটার কাউন্সিলে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজনের পূর্বসাব্যস্ত অনুমোদন ও সম্মতি বাতিল করে দেন। কারণ, তাঁরা মনে করেছিলেন, প্রোগ্রামিং মানে কমপিউটার বিষয়ক কার্যক্রম উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরীর আসর। 'এইসব ঝামেলা' তাদের 'ঝামেলা' বাড়াবে– এসব কথাও উচ্চারিত হয় নির্বিবাদে দিনযাপনরত, অবসরগ্রহনোন্মুখ শীর্ষ কর্তাদের মুখ থেকে। স্বভাবতই, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকে প্রতিযোগিতার স্থান সম্পর্কে শেষবারের মত যখন নিশ্চিত হচ্ছিলেন, তখন এই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি। কমপিউটার জগৎ কনসেন্ট কমপিউটার কানেকশন্স-এ বিকল্প পরীক্ষাস্থল স্থির করে। তখন মন্ত্রণালয়কে এটা বোঝাতে হয় যে, প্রোগ্রামিং মানে, পরিকল্পনা তৈরীর সেমিনার নয়। ব্যাপারটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এম.এ. মান্নানের গোচরীভূত করা হলে তার হস্তক্ষেপে শেষ মুহূর্তে বিসিসিতেই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠানের সম্মতি পাওয়া যায়। কমপিউটার কাউন্সিলে ৯ ঘন্টাব্যাপী প্রতিযোগিতার সময়টিতে কাউন্সিলের নির্বাহী প্রধান মাত্র একবার মন্ত্রীকে রিসিভ করার জন্য তড়িঘড়ি এসে সেই যে তার কক্ষে ঢুকেন আর তাঁর এদিকে আসার সময় হয়নি। কমপিউটার চর্চা ও ব্যবহারে নতুন প্রজন্ম ও জনজীবনে যখন আগ্রহ বাড়ছে, তখন এ প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রসারের জন্য গঠিত সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের বাগড়া, উদাসীনতা ও উপেক্ষা এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

আগামী মার্চে এ প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হবে।

নাজীমউদ্দিন মোস্তান

দ্বিতীয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

বিভিন্ন গ্রুপের' সম্মানিত বিচারক মন্ডলীর নাম ও অংশগ্রহনকারী প্রতিযোগীদের নামের তালিকা ঃ–

গ্রুপ – এ

বিচারকমন্ডলী

ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন, রেজাউল করিম, রুহুল আমিন সিদ্দিকী, কে এ এম মোর্শেদ।

প্রতিযোগী

মোঃ হুমায়ুন কবির, মোঃ আব্দুল লতিফ, রহমত আরা বেগম, এ. কে. এম. শহীদুল আলম, মোঃ নূরুল মিনহাজ, এ. কে. এম. আনোয়ারুল হক।

গ্রুপ-বি

বিচারকমন্ডলী

আর এ এ আবদুল্লাহ অংক, শহিদুল ইসলাম সোহেল, আহমেদ হাফিজ, আহসান।

প্রতিযোগী

মোজাহিদুল হক আবুল হাসনাত, মুস্তাক আহমেদ, অলক চৌধুরী, মোঃ মোমিনুল হক, মোঃ লুৎফুল হাই, আরিফ আজিজুল ইসলাম, মোঃ মাহফুজুর রহমান, হামিদ-উজ-জামান, মোঃ আরিফ হোসেন রুবেল, জুবায়ের আশরাফ, মোঃ এহসানুল হক রিকো, মার্জুক মাহমুদ কামাল।

গ্রুপ - সি

বিচারকমন্ডলী

বদরুল মুনির সারওয়ার, হামিদা সুলতানা শরিফ, জিল্লুর রহমান (মতিন), মোঃ আব্দুল মোত্তালিব, তারেকুল মোমেন চৌধুরী।

প্রতিযোগী

এ.বি.এম আবদুল্লাহ, ওমর আল জাবির (মিশো), ইমাম তাশদীদ আলম উচ্ছ্বাস, অংকন সিদ্দিকী, আহমদ জাকি চৌধুরী, মোজাম্মেল হক।

গ্রুপ–ডি

বিচারকমন্ডলী

ডঃ শাহেদা রফিক, মিজানুর রহমান, তারেকুল মোমেন চৌধুরী।

প্রতিযোগী

রুম্মান আল আশেকিন, ইমাম তানভীর আলম স্বচ্ছ, লিখন সিদ্দিক, কাজী মোঃ আশিক-উজ-জামান, রাশেদুল হক, অর্ণব আশিক খান।

ক্ষুদে প্রতিযোগীদের দক্ষতা যাচাই করছেন ডঃ শাহিদা রফিক

সবচেয়ে ছোট প্রতিযোগী রুম্মান